দুজন প্রতিপক্ষের মত উল্লেখ করে 'আধুনিকতা'-র একটি বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে কীভাবে সেখানে চর্চা হচ্ছিল, তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো।

৫। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৯১৪ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতায় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন ''তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন। কিন্তু... সে সংগীত সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।'' রাধাকমলের যুক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরকে সামনে রেখে এই বিষয়ে তোমার মতামত জানাও।

কলা স্নাতকোত্তর অন্ত্য-সিমেস্টার পরীক্ষা, ২০২৩

(প্রথম বর্ষ, প্রথম সিমেস্টার)

বাংলা

কোর্স : পি জি ১.৫৬সি (ঐচ্ছিক)

আধুনিক বাংলা কবিতা, পর্ব ১

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০

প্রতি পর্ব থেকে অন্তত ১টি প্রশ্নের উত্তর-সহ মোট তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রশ্নগুলি সমমানের। ৩×১০=৩০

পর্ব ক.

১। রবীন্দ্র-বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যশৈলীর প্রভাব অব্যাহত ছিল—এই মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত মনে হলে, দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করো। ভিন্ন অভিমত থাকলে, সেটি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।

২। নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-বিরোধী না হয়েও কবি হিসেবে নিজস্ব পরিসর নির্মাণ করতে পেরেছিলেন—মন্তব্যটি বিচার করো।

৩। কবি-ব্যক্তিত্ব ও কাব্য-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো ঃ

বুদ্ধদেব বসু অথবা অমিয় চক্রবর্তী অথবা অরুণকুমার সরকার

পর্ব খ.

৪। 'আত্মস্মৃতি' বইতে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন কীভাবে তাঁরই প্ররোচনায় একবার ''বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুতর আন্দোলন আরম্ভ হয়'' এবং ''প্রবীণ ও কৃতি ব্যক্তিরা এই কলহের আবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়েন।'' প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করো। সেইসঙ্গে এই তর্কের অন্তত